সমকাল

তারিখ 14 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের গণরুমে লঞ্চের ডেকের মতো গাদাগাদি করে শিক্ষার্থীদের বসবাস ■ মাহবুব হোসেন নবীন

কোনো রুমে ঠাঁই নাই গণরুমেই ঠাঁই চাই

২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমকালের আয়নায়

■ সাব্বির নেওয়াজ

হাফিজুর মোল্লার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে সবার। ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার পূর্ব শ্যামপুর গ্রামের দরিদ্র অটোরিকশাচালক ইসহাক মোল্লা ও হালিমা বেগম দম্পতির একমাত্র সন্তান ১৯ বছরের এই মেধাবী তরুণ একরাশ স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রলীগের হল শাখার সাধারণ সম্পাদক দিদার মুহাম্মদ নিজামুল ইসলামের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে মার্কেটিং বিভাগে ভর্তি হওয়া হাফিজুরের ঠাঁই হয়েছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। সিট সংকটে তাকে থাকতে হতো ফ্লোরে। শীতের কারণে খুব দ্রুতই তিনি আক্রান্ত হন নিউমোনিয়া ও টাইফয়েডে। ছাত্রলীগের নেতাদের নির্দেশে এ অবস্থাতেও চলতি বছরের ২৬ জানুয়ারি 'গেস্টরুম' করতে' বাধ্য হন হাফিজুর। র‍্যাগিংয়ের এই ধকল সহ্য করতে পারেননি তিনি। পরদিন গ্রামের বাড়ি চলে যেতে হয় তাকে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। চিকিৎসকদের উন্নত চিকিৎসার পরামর্শে তার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে হাফিজুরকে নিয়ে রওনা হন ঢাকার দিকে। কিন্তু বাবা-মাকে শূন্য করে ঢাকা পৌঁছানোর আগেই চিরতরে না ফেরার দেশে চলে যান তিনি। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

আগামীকাল | গেস্টরুম কালচারের নামে 'ছাত্রলীগের আদালত'

P/T